MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ফেব্রুয়ারি ২০২১
দাম : দশ টাকা

দিল্লি চলো : ভারতের কৃষক আন্দোলন

এত দীর্ঘস্থায়ী কৃষক আন্দোলন এর আগে ভারতে তো বটেই বিশ্বের কোথাও হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। লাখ লাখ কৃষক ট্রাক্টর ভর্তি করে রসদ আর মানুষ নিয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে অবস্থান করছেন দিনের পর দিন। দিল্লি অনেক দূর হলেও সমস্ত ধরণের কষ্ট, প্রতিকূলতা, পুলিশি আক্রমণ, লাঠিপেটা, জল কামান, মামলা, হামলা উপেক্ষা করে প্রয়োজনে ৬ মাস অবস্থান করার প্রস্তুতি নিয়ে কৃষকেরা এসেছেন। তারা এসেছেন পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র হরিয়ানাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে। গত ২৬ নভেম্বর থেকে তারা অবরোধ করে রেখেছেন দিল্লির প্রবেশ পথ।

গত সেপ্টেম্বরে ভারতের কৃষিখাত সংস্কারের লক্ষ্যে তিনটি কৃষি আইন পাস হয়। মোদি সরকার বলছেন, নতুন আইনের মাধ্যমে মধ্যসত্ত্বভোগীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে কৃষকরা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত কৃষকরা মনে করছেন নতুন এই আইনের ফলে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। এই আইনের প্রয়োগ হলে কৃষকের সর্বনাশ আর কর্পোরেট হাউজ এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলোই লাভবান হবে এমন আশঙ্কা থেকেই রাস্তায় নেমে এসেছেন তারা।

নতুন এ আইনে কৃষিপণ্য বিক্রি, গুদামজাতকরণ ও মূল্য নির্ধারণ নীতিতে পরিবর্তন এসেছে। নতুন আইনে ব্যবসায়ীদের পণ্য মজুদের অনুমতিও দেয়া হয়েছে। এরফলে মহামারির সময় ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পণ্য মজুদ করে লাভবান হবেন ব্যবসায়ীরাই। ইতিপূর্বে ভারতের কৃষি আইনে পণ্য মজুদ করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো।

নতুন আইনের ব্যাপারে কৃষকদের অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো এ আইনের মাধ্যমে তাদের রক্ষাকবচ কেড়ে নেয়া হয়েছে। ভারতের মোট কৃষিজমির ৮৬ শতাংশই ক্ষুদ্র কৃষকদের। তাদের জমির পরিমাণ ২ হেক্টরেরও কম। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে দরদাম করে ন্যায্য মূল্য পাবেন না তারা এমনটাই আশঙ্কা তাদের। পাঞ্জাবের কৃষকদের প্রতিনিধি বলেছেন, 'সরকার আমাদের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জিম্মি করে করুণার পাত্র বানিয়েছে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলর সাথে দরদাম করে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাবে এ চিন্তা একেবারেই অমূলক।'

নতুন এ আইনের ফলে সমস্যা সমাধানে কৃষকরা সমঝোতা বোর্ড গঠনের দাবি জানাতে পারবেন মাত্র। এ আইনের কারণে সমস্যা নিয়ে আদালতে যাওয়ার সুযোগও থাকছে না।

এছাড়াও নতুন আইনের অধীনে কৃষকদের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে এমনকি লিখিত চুক্তিও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন হলেও আদালতে প্রমাণ করার সুযোগও থাকবে না এক্ষেত্রে। বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা করার অন্যান্য সমস্যা তো আছেই। সার ও বীজের মতো কৃষিপণ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রি করায় প্রতিবছর দাম বাড়ে এবং বর্ধিত দাম পরিশোধ করতে হয় কৃষকদের।

কৃষি উপকরণের দাম বেশি অথচ কৃষক ফসল উৎপাদন করে দাম পায় না। ফলে ঋণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ঋণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ পর্যায়ে মহাজনই ভরসা কিন্তু মহাজনদের ঋণের প্রায় ২৫ শতাংশ সুদ দিতে হয়। যার চাপ সহ্য করতে না পেরে ভারতে কৃষকদের একটা অংশ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

ভারতে গত বছর ৪২ হাজার ৮৪৪ জন কৃষক ও দিনমজুর আত্মহত্যা করেছেন। সম্প্রতি দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন ভয়াবহ পরিসংখ্যান উঠে এসেছে।

এনসিআরবির তথ্যমতে, ২০১৯ সালে ভারতে মোট ১০ হাজার ২৮১ জন কৃষক ও ৩২ হাজার ৫৬৩ জন দিনমজুর আত্মহত্যা করেছেন। এ সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ছয় শতাংশ বেশি। ২০১৮ সালে দেশটিতে ১০ হাজার ৩৫৭ জন কৃষক ও ৩০ হাজার ১৩২ জন দিনমজুর আত্মহত্যা করেছিলেন।

ভারতের অপরাধ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী, ২০ বছরে প্রায় ৩ লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে।

কৃষিতে লোকসান, অনিশ্চয়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় হয়ে পড়া, ঋণের বোঝা, মহাজনদের চাপ কৃষকদেরকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

কৃষক ও দিনমজুর আত্মহত্যার নিরিখে শীর্ষ রয়েছে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানা। বর্তমান আইন সে সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কায় আছেন কৃষক সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

এর ফলে শুরু হয়েছে সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃষক বিদ্রোহ। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারতের উত্তরাঞ্চলের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রদেশের হাজার হাজার কৃষক জড়ো হয়েছেন রাজধানী দিল্লিতে। এরপর এসেছেন মহারাষ্ট্রসহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। মহারাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার নারী ট্রাক্টর চালিয়ে সমাবেশে এসেছেন। দিল্লিতে প্রবেশের আগেই শহরের সীমান্তে পুলিশি বাধার মুখে পড়েছিলেন তারা কিন্তু তাদেরকে থামানো যায়নি। লাখ লাখ কৃষক অবস্থান করে দিল্লির সাথে পাঞ্জাব ও হারিয়ানার সংযোগ সড়ক অচল করে রেখেছেন।

কৃষি ভারতীয় সংবিধানের যৌথ তালিকায় থাকলেও কৃষি ও কৃষকের অধিকার সম্পর্কিত ক্ষেত্রে রাজ্যের অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। নতুন সংস্কারের ফলে সেই অধিকার একচেটিয়াভাবে চলে যাবে কেন্দ্রের হাতে। নতুন আইনে কৃষিবাজারের (ভারতে যাকে বলে 'মান্ডি') ওপর রাজ্যের একচেটিয়া অধিকার আর থাকবে না। কৃষকদের মতো বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থাও তাদের পছন্দমতো 'মান্ডি' তৈরি করতে পারবে। বহুজাতিক কোম্পানি চুক্তিভিত্তিক চাষ করতে কন্টাক্ট গ্রোয়ারস প্রথা চালু করতে পারবে। এর ফলে তাদের কাছে বীজ, সার-কীটনাশক নিয়ে কৃষক উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানি বা বড় দেশীয় কোম্পানির কাছে বাধা পড়ে থাকবে। এরচেয়েও বড় কথা কৃষক বাজারের কাছে অসহায় হয়ে পড়বে কারণ কোন দামে চাষি তার পণ্য বেচবেন, তা রাজ্য সরকার নয় বাজারই ঠিক করে দেবে। আর বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে পুঁজিপতি ও বহুজাতিক কোম্পানি। কৃষক বিক্ষোভের বড় কারণগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।

তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (এমএসপি) নিয়ে। ভারতের কৃষিব্যবস্থায় এমএসপি প্রথা চালু রয়েছে বহু দশক ধরে। পণ্য বিক্রিতে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে চাষিকে বাঁচিয়ে ন্যায্যমূল্য দিতে সরকার প্রতিবছর বিভিন্ন ফসলের এমএসপি ঠিক করে দেয়। এটাই ছিল ভারতের কৃষকের প্রধান সুরক্ষা। নির্ধারিত দামের নিচে সরকার ফসল কিনতে পারতো না ফলে এই ব্যবস্থা চাষির কাছে ছিল একটা বড় নিরাপত্তাও। নতুন আইনে কিন্তু এই প্রথা বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী আন্দোলনের মুখে বলছেন যে, এমএসপি ছিল, আছে ও থাকবে। কিন্তু নতুন আইনে তার কোনো স্বীকৃতি রাখা হয়নি। কৃষক সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো চাইছেন, এমএসপি প্রথাকে নতুন আইনের আওতায় এনে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে, যাতে বেসরকারি দেশি ও বহুজাতিক সংস্থা কম দামে ফসল বিক্রিতে কৃষককে বাধ্য করাতে না পারে।

কৃষি আইনের সংস্কার আরও একটি বিষয় অনিশ্চিত করে দিয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতা থেকে বাদ দিয়েছে চাল, ডাল, তৈলবীজ, পেঁয়াজ ও আলুকে। এই পাঁচ পণ্যের উৎপাদন ও মজুতের ওপর কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো সরকারেরই আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আলু ও পেঁয়াজের মতো পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ও অন্য পণ্যের দাম ১০০ শতাংশ বাড়লে একমাত্র তবেই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে। নচেৎ বাজারই সর্বেসর্বা। এর ফলে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা করছে খোদ কৃষকেরাও। কারণ কৃষক তো মজুদ করে না, মজুত করে বড় ব্যবসায়ী ও আড়তদার। কৃষকের হাত থেকে পণ্য মজুতদারের হাতে যাবার পর বেশি দামে সেই পণ্য তো কৃষককেও কিনতে হবে।

আইন পাশ করার সময় রাজ্যসভায় প্রতিবাদ হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে এ সংস্কার রাজ্যসভায় 'ধ্বনি ভোটে' পাস করা নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও তুলকালাম বাঁধলে আট বিরোধী সদস্যকে পুরো অধিবেশনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। প্রতিবাদে সব বিরোধী দল রাজ্যসভা বর্জন করে সংসদ ভবন চত্বরে ধরনায় বসে। বিরোধী দল বিহীন রাজ্যসভায় বিনা বাধা ও আলোচনায় কৃষি সংস্কারের সাথে সাথে পাশ করিয়ে নেয় শ্রম আইন সংস্কার বিল। এর ফলে ৩০০ কর্মী কাজ করেন, এমন শিল্পের মালিক সরকারের অনুমতি ছাড়াই কর্মী নিয়োগ ও ছাঁটাই করতে পারবেন। একই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকের উপর আঘাত নামিয়ে এনেছে মোদি সরকার।

মোদি ও বিরোধীরা তাই মুখোমুখি। মোদি যে সংস্কারকে 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলেছেন, বিরোধীদের কাছে তা 'গণতন্ত্রের কৃষ্ণপক্ষ' ও 'কৃষকদের মৃত্যু পরোয়ানা'। বিরোধীরা বলছে, স্বাধীন কৃষক হতে চলেছেন বেসরকারি পুঁজির হাতের পুতুল ও ক্রীতদাস। সরকার বলছে, এর ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়বে। মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য দূর হবে। বিরোধীদের আশঙ্কা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না থাকায় কৃষক-শোষণ শুরু হবে। এর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে বিজেপি ও আরএসএসের আদর্শভিত্তিক ভারতীয় কিষান সংঘ ও স্বদেশি জাগরণ মঞ্চও এই আইন বাতিল করার দাবি জানিয়েছে।

ভারতের ২ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির প্রায় ১৫ শতাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল; দেশটির ১৩০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৫০ কোটি সরাসরি এবং ৮৫ কোটিরও বেশি মানুষ এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে কৃষিসংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত সারা ভারকে প্রভাবিত করে।

কৃষকদের আশঙ্কা, নতুন এ কৃষি সংস্কার আইনগুলো ভারতের নিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থাকে ভেঙে দেবে এবং সরকারও ধীরে ধীরে নির্ধারিত মূল্যে গম ও ধান কেনা বন্ধ করে দেবে; যার ফলশ্রুতিতে তাদেরকে ফসল বেচতে বেসরকারি ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষিতে নামতে হবে। যা হবে এক অসম প্রতিযোগিতা।

নতুন কৃষি আইনগুলো এভাবে জীবন, জীবিকাকে অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে দাবি করে ভারতের কৃষকরা আইনগুলো বাতিল, ফসল কিনতে সরকারের বাধ্যবাধকতা বহালসহ আরও বেশ কিছু দাবি নিয়ে মরিয়া হয়ে অবস্থান নিয়েছে দিল্লীর উপকণ্ঠে।

১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারত এই অঞ্চলের বড় শক্তি। বিশ্বের বড় ধনীদের তালিকায় ভারতের পুঁজিপতিদের নাম আছে, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি, চতুর্থ বৃহৎ সামরিক শক্তি তাদের। মহাকাশে যান পাঠানো বা সাবমেরিন তৈরি করার সামর্থ্য ভারতের আছে। কিন্তু ভারতের কৃষক আন্দোলন এই সত্য আবারো দৃশ্যমান করলো যে পুঁজিবাদী আকাশচুম্বী উন্নয়নের ঢাকের আওয়াজ শ্রমিক কৃষকের কান্না চাপা দিতে পারে না। কিন্তু যত কষ্টই পাক না কেন, নীরব কান্না রাষ্ট্র ও সরকার শোনে না। সরকারকে ন্যায্যদাবি মানতে বাধ্য করতে হবে। সংগঠিত প্রতিবাদের কোন বিকল্প নাই।